আ. লীগের ধানমন্ডি অফিসের ফটকে বঙ্গবন্ধুর ছবি রেখে স্লোগান



সংগৃহীত ছবি

জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হওয়া ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে আবারও সরব হয়েছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত যুব মহিলা লীগের কয়েকজন নেত্রী।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ধানমন্ডি ৩/এ সড়কের ৫১ নম্বর বাড়ির ফটকের সামনে জাতীয় পতাকা ও বঙ্গবন্ধুর ছবি রেখে তারা স্লোগান দেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংগঠনটির ১০-১২ জন নেতাকর্মী সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন। পরে তারা স্থান ত্যাগ করেন। সংগঠনের এক নেত্রী টেলিফোনে গণমাধ্যমকে বলেন, ঝুঁকি নিয়েই তারা সেখানে গিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে ধানমন্ডির এই কার্যালয় আবারও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হবে এমন প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে টানা ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে আওয়ামী লীগের। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন জনতার নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং সেখানে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। একই দিন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু ভবনের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়েও হামলা চালানো হয়। কার্যালয়ের তিনটি ভবনে অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ঘটনার কয়েক মাস পর পোড়া ভবনটি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকায় স্থানীয় কিছু অসামাজিক তরুণ সেখানে আশ্রয় নেয়। আবার ভবন ঘিরে অনানুষ্ঠানিক পাহারার ঘটনাও দেখা যায়। অভিযোগ রয়েছে, দলীয় পরিচয়ে কেউ সেখানে গেলে অর্থ আদায় বা পুলিশে সোপর্দ করার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

গত বছরের মে মাসে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর সব ধরনের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সেই সিদ্ধান্তের আওতায় যুব মহিলা লীগের কর্মকাণ্ডও বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে স্লোগান দেওয়ার ঘটনাটি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।